দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 19 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর থেকে আয়কর ও ভ্যাট প্রত্যাহার করুন

এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের ওপর ধার্যকৃত বার্ষিক ৪০ শতাংশ ট্যাক্স ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ধরনের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর ধার্যকৃত চার দশমিক পাঁচ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশ।

গতকাল (সোমবার) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংগঠন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশ এ দাবী জানায়। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০০২ সালে এক আদেশের মাধ্যমে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের ওপর বার্ষিক ৪০ শতাংশ হারে ট্যাক্স আরোপ করে। আবার ২০০৭-২০০৮ সালের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে নতুনভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ধরনের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র ওপর চার দশমিক পাঁচ শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। সম্মেলনে বলা হয়, আরোপিত ভ্যাট শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। কারণ বেতন হিসেবে তাদের একটি বড় অংকের টাকা প্রদান করতে হয়। গতকাল অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ভ্যাট প্রত্যাহারের ওপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস অব বাংলাদেশের সভাপতি এম এ কাশেম। তিনি বলেন, আমাদের জানা মতে, পৃথিবীর কোন দেশেই ছাত্র বেতনের ওপর ভ্যাট ধার্য করার নজির নেই। তিনি আরো বলেন, ভ্যাটের ধারণার সঙ্গে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক নেই। তাই সরকারের উচিত ভ্যাট প্রস্তাবনা পুনঃবিবেচনা ও প্রত্যাহার করা। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার, সদস্য আলিমুল্লাহ মিয়া, ইষ্ট-ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. শমসের আলী, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. হাফিজ সিদ্দিকী, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিংবডির মেম্বার তারেক সামাদ, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের ভিসি প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ।